উড়ালগদ্য- ১৫

কাজী জহিরুল ইসলাম

একটি বেস্ট প্র্যাকটিস, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন মর্নিং ওয়াকে বেরুলাম তখন আমার রিভিয়েরার বাড়িকে (এখন আর আমি ওই বাড়িতে থাকি না) প্রদক্ষিণ করে ছুটে যাওয়া দুই কিলোমিটারের সার্কেলটি একেবারে অচেনা লাগছে। রাস্তায় একটাও ঝরাপাতা নেই, ফুটপাথের ভাঙা কংক্রিটের ফাক গলে গজিয়ে ওঠা ঘাসের ডগা নেই। পাইনের কিরিকিরি পাতার যে আস্তরণ রোজ সকালে মাড়িয়ে পা ফেলি সেখানে এখন ঝকঝকে পিচঢালা পথের কালো চিতানো বুক। পথের ওপর একটাও সিগারেটের বাট নেই, আবর্জনায় নাক ডুবিয়ে পড়ে থাকা ছেঁড়া পলিথিনের ব্যাগ নেই, এমন কি পথের কোথাও এক ফোটা ধুলাও নেই। এ পথেই কি রোজ হাঁটি? আমার মতো কর্নেল এক্কেদারের চোখও ছানাবড়া। হলোটা কি, এই সাত সকালে কে এসে অমন সাফ করে দিয়ে গেল? আমাদের সকল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার অবসান ঘটলো আধকিলোমিটার পথ পার হওয়ার পরেই। যেন একটা উৎসবে মেতে উঠেছে সার্কেলের দু'পাশে বসবাসরত বাসা-বাড়ির ছ'বছরের শিশু থেকে শুরু করে ২৩/২৪ বছর বয়েসী তরুণী/তরুণ। প্রত্যেকের হাতে ঝাঁটা, মোশেইদ (রামদা জাতীয় ধারালো অস্ত্র, মাথার দিকটা প্রায় তিন ইঞ্চি চ্যাপ্টা), ময়লা তোলার কোদাল, খুন্তি, দুই/তিন মিটার পরপর নীল রঙের বালতির সারি। আর অপেক্ষাকৃত বড়রা, ময়লাভর্তি ভ্যানগুলো ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্থানে। এক্কেদার সাহেব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, ওও তাহলে এই হলো ঘটনা!

হ্যাঁ, এই হলো ঘটনা। ঘটনাটি আমি এজন্য লিখছি, এটিকে একটি 'বেস্ট প্র্যাকটিস' হিসাবে চিহ্নিত করে আমি বাংলাদেশের মানুষকে জানাতে চাই। আজ আবিদজানের যেসব ছেলে-মেয়েরা নীল বালতি নিয়ে ভোর পাঁচটায় রাস্তায় নেমে এসেছে নিজের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য, তারা সবাই আমাদের মতোই তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে। এটা ওদের দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস। ফরাসীরা দীর্ঘ ঔপনিবেশকালে অন্য অনেক জিনিসের মতো পরিচ্ছন্নতাও যে একটি শৈল্পিক সৌন্দর্য এই বোধ ওদের মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, যা ইংরেজ আমাদের শেখাতে পারে নি। এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানটি ওরা চালায় মাসে একদিন, একটি নির্দিষ্ট শনিবারে। কারো চোখে মুখে ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই, অবসন্নতা নেই। সকলেই যেন একটি উৎসব আনন্দে উদ্দিপিত, উদ্বেলিত। যেন এক মহৎ কর্মযজ্ঞে শামিল হতে পেরে ধন্য সবাই। মুখে হাসি নিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভোরের ফুরফুরে হাওয়ার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু যারা বড় তারা নিজেরা কাজ করার পাশাপাশি অন্যদের কাজ মনিটরও করছে। যদি কোনো শিশু কাজ রেখে ধুলা-বালি দিয়ে খেলতে নেমে গেল, তখন হাসি দিয়ে ওকে কাজে ফিরিয়ে আনছে। ফরাসী ভাষায় এমন কিছু বলছে, অনুমান করছি, আজকের এই

কাজ করাটাই একটা খেলা, এমন কিছু বুঝতে পেরে শিশুটি দৌড়ে এসে কাগজ কুড়াতে শুরু করে দিলো।

পিচঢালা পথটি দুই কিলোমিটারের একটি বৃত্ত রচনা করে যেখান থেকে শুরু হয়েছিলো আবার ঠিক সেখানে এসেই শেষ হয়েছে। অথবা বলা যায় পথটি কেবল অনন্তকাল ধরে বৃত্তাকারে ঘুরছেই, শেষ খুঁজে পাচ্ছে না। পথের ডানদিকে অর্থাৎ বৃত্তের বাইরের অংশে প্রায় পঞ্চাশ মিটার ফাঁকা জায়গা, পিচঢালা পথটির সমান্তরাল ছুটে গেছে, যা ঘাসের ঘন অরণ্য আর মাঝে মাঝে আপন মনে বেড়ে ওঠা বনবট, বিশাল মোটা মোটা নিম, পান্থনিবাস, ভোগেনভেলিয়া, মাধবীলতাসহ নানান প্রজাতির বৃক্ষলতায় শোভিত। তার পেছনেই সারি সারি হলুদ রঙের তিনতলা বাড়ি। এরই একটি বাড়িতে আমার বাস। আর বাঁ দিকে, অর্থাৎ সার্কেলের ভেতরে একই দূরত্বে গড়ে উঠেছে বিশাল জায়গা জুড়ে একেকটি নয়নাভিরাম ভিলা। একদল তরুণ অন্তহীন উৎসাহে মেশিন চালিয়ে দু'পাশের এই ফাঁকা জায়গায় গজানো ঘাসবন ট্রিম করছে। একদল ফুটপাথের পাথরের ফাঁকে গজানো ঘাসের ডগা কেটে সাফ করছে, একদল রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে, একদল কোদাল দিয়ে নীল বালতিতে পথের যতো ধূলি-কাদা, ছেঁড়া কাগজ, ময়লা-আবর্জনা, ঝরাপাতার স্তুপ তুলে নিচ্ছে। ভ্যানগাড়িগুলো কাছে এগিয়ে আসতেই ময়লাভর্তি সারি সারি নীল বালতি তাতে উপুড় হয়ে যাচ্ছে। যেন একটা প্রশিক্ষিত চেইন ওয়ার্ক। পরিস্কার করতে করতে পুরো দলটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পেছনে রেখে যাচ্ছে একটি ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন পথ ও তার পরিবেশ।

গত বছর জুলাই মাসে যখন ঢাকায় যাই, তখন দেখলাম গুলশান এক নম্বরের সেই অতি পরিচিত সার্কেলটি আর নেই। ওখানে এখন লাইট-ফাইট লাগিয়ে একটা জবরদস্ত চৌরাস্তা বানানো হয়েছে, যদিও এতে যানজট আরো বেড়েছে। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তারই দু'পাশে, ছোট দুটি আইল্যান্ডে, বাগান করা হয়েছে। খবরের কাগজ কিনতে যখন ডিসিসি মার্কেটে গেলাম তখন দেখি একটি ২৪/২৫ বছরের যুবক সেই বাগান সাফ করছে। ওর সাফ করার ধরন দেখে আমার খুব হাসি পেল। বাগান থেকে কুড়িয়ে এনে সে ছেঁড়া কাগজের টুকরাগুলি পথের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবলাম, ওকে দুটো কথা বলা আমার নাগরিক দায়িত্ব। এগিয়ে গিয়ে বললাম, তুমি যে কাগজের টুকরাগুলো পথের ওপর ফেলছো, এগুলোতো বাতাশে উড়ে আবার বাগানেই ফিরে যাবে। ও খুব বিরক্ত ভঙ্গিতে আমাকে বললো, তাইলে কি করুম? আমি বললাম, একটা ব্যাগ নাও। ময়লা, আবর্জনা, কাগজের টুকরা, সিগারেটের বাট এইসব কুড়িয়ে ব্যাগে ভরো। তারপর নিকটস্থ কোনো ডাস্টবিনে নিয়ে ফেল। ও বললো, ব্যাগ পামু কই?

এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি আশা করছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাছে এর একটা সদুত্তর আছে। আবিদজানের এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এতো গোছানো কাজ দেখে আমার কেবল গুলশানের সেই ছেলেটির কথাই মনে পড়ছে আর চোখের সামনে ভেসে উঠছে ঢাকা শহরের, আমাদের বাড়ি-ঘরের চারপাশের, আবর্জনাময় নোংরা পরিবেশের অসহায় চিত্রটি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৩১ মার্চ, ২০০৬